CenRaPS Journal of Social Sciences
International Indexed & Refereed
ISSN: 2687-2226 (Online)
http://journal.cenraps.org/index.php/cenraps

Original Article

https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i1.75

Turkey-Bangladesh Relations from a Historical Perspective: The Contribution of Siraji and Nazrul to The Turkish War of Independence

Jahidul Islam Sarker
Ph.D. Candidate, Department of Journalism, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.
Email: jahidduasia@yahoo.com
Tariquil Islam
Ph.D. Candidate, Department of Journalism, Ankara Haci Bayram Veli University, Turkey.
Email: tariquilislam89@gmail.com
Mostafa Faisal
Dr., Department of Political Science, Gazi University, Ankara, Turkey.
Email: parvezbogra2011@gmail.com
Ayesha Akter
Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh.
Email: ayeshadubd17@gmail.com

Abstract

Turkey and Bangladesh are two Muslim countries that have shared a long history of friendship. This study evaluates the contribution of two famous Bangladeshi poets Ismail Hossain Siraji and Kazi Nazrul Islam, during the Turkish War of Independence. By content analysis of the works of Siraji and Nazrul and evaluating rare documents from Ottoman Imperial archives, we have highlighted in this study the contributions of these two poets of Bangladesh during the Turkish War of Independence. The study found that Ismail Hossain Siraji played an essential role as the only member of the medical delegation of Indian Muslims sent to the Balkan Wars. He sent news from the battlefield to the newspapers of Bangladesh. Later, during the Turkish War of Independence, Siraji played a crucial role in the Khilafat Committee of Bengal. Kazi Nazrul regularly covered the news of the battlefields of Turkey in his newspaper Nabajog. Nazrul wrote Ranveri poem in support of the Turkish War of Independence. Similarly, the Kamal Pasha poem was written by Nazrul during the conquest of Turkey.

Recognizing the contribution of two Bangladeshi poets in the Turkish War of Independence, the study seeks to strengthen the historical foundation of Turkish-Bangladesh relations.

Keywords: Turkey-Bangladesh Relations, Ismail Hossain Siraji, Kazi Nazrul Islam, Turkish War of Independence, Content Analysis.

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুরস্ক-বাংলাদেশ সম্পর্কঃ তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজী ও নজরুলের অবদান

সারমর্ম

তুরস্ক ও বাংলাদেশ দুটি ভাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশ যাদের মধ্যে দীর্ঘকালীন সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের ও বাংলা ভাষার দুই খ্যাতিমান কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কাজী নজরুল ইসলাম তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে অবদান রেখেছিল তার মূল্যায়ন করা। সিরাজী ও নজরুলের তুরস্ক সংক্রান্ত রচনাবলী এবং তুরস্কের আর্কাইভের তথ্য যাচাই করে আমরা এই গবেষণায় তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের এই দুই কবির অবদানকে তুলে এনেছি। গবেষণায় দেখা গেছে বলকান যুদ্ধে প্রেরিত ভারতীয় মুসলমানদের চিকিৎসা প্রতিনিধি দলের একমাত্র বাংলাদেশী সদস্য হিসেবে ইসমাইল হোসেন সিরাজী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাংলা পত্রিকায় সংবাদ প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলার খিলাফাত কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সিরাজী। একইভাবে, কাজী নজরুল তার সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা নবযুগে নিয়মিত তুরস্কের যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ পরিবেশন করেন। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে লিখেন রণভেরী কবিতা। তুরস্কের বিজয়ে লিখেন কামাল পাশা কবিতা। এই গবেষণা প্রবন্ধের মাধ্যমে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের দুই কবির অবদান নিরুপনের মাধ্যমে তুরস্ক-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি আরো মজবুত হবে।

মূল শব্দঃ তুরস্ক-বাংলাদেশ সম্পর্ক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ।

১. ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বের শেষ খেলাফতের কেন্দ্রভূমি ছিলো আজকের তুরস্কের ইস্তাম্বুল। খিলাফত ছিল মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত উসমানী খিলাফতের অধীনে থাকা মুসলমানদের পাশাপাশি বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মুসলমানদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছে উসমানী খেলাফত। মুসলমানের দুর্দিনে উসমানীরা যেমন পাশে ছিল, তেমনি উসমানীদের যে কোন দুর্যোগেও সারা পৃথিবীর মুসলমানরা সাড়া দিতো। এরই ধারাবাহিকতায় বলকান রুশ-উসমানী যুদ্ধ ১৮৭৮, বলকান যুদ্ধ ১৯১২/১২, এমনি তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত বর্ষের মুসলমানরা ব্যাপক উৎসাহের সাথে আর্থিক সহায়তা ও নৈতিক সমর্থন নিয়ে তুরস্কের পাশে দাড়ায় (Alp, ২০১৮)। ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে বাংলার মুসলমানরাও এই সব কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে (Ullah, ২০১৭)।

তবে উসমানী খেলাফতে কিংবা তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত সহায়তা সংক্রান্ত গবেষণাগুলোতে ভারত ও পাকিস্তানের অবদান বিশদভাবে উল্লেখ করা হলেও বাংলাদেশের মানুষের অংশগ্রহণ

নিয়ে তেমন গবেষণা হয় নি। এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো উসমানী খেলাফতের শেষ দিকে, বিশেষ করে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশী মুসলমানদের অবদানকে মূল্যায়ণ করা। আমরা গবেষণার নুমনা হিসেবে বাংলাদেশের দুই জন প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিকের কাজকে মূল্যায়ন করেছি। এরা হলেন কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সিরাজী ও নজরুলের তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা, প্রবন্ধ, বই, ও সংবাদের প্রেক্ষাপট, উসমানী আর্কাইভের দুর্লভ স্থির চিত্র ও খেলাফত আন্দোলনের সময়কার দলিলপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই প্রবন্ধে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের অংশগ্রহনের তথ্যপ্রমাণ হাজির করা করা হয়েছে।

তুরস্ক বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক সম্পর্কের ভিত্তি ইতিহাসে অনেক গভীরে। ১৯৭১ সালে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামো নির্মানেরও আগে তুরস্কের মানুষের সাথে বাংলাদেশের মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণযোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুফি সাধক হযরত শাহজালাল তুরস্কের প্রখ্যাত সুফি জালালুদ্দিন রুমির শিষ্য ছিলেন (Islam, ২০২০)। ১৪ শতকের পৃথিবীতেও সূদূর তুরস্ক থেকে বাংলাদেশে যোগাযোগ ছিলো। তেমনিভাবে উসমানী খেলাফতের শেষ দিকে বলকান যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত মেডিক্যাল টিমেও একজন বাংলাদেশী অংশগ্রহন করেছিল। তিনি ছিলেন কবি ইসলমাইল হোসেন সিরাজী। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের মুসলমানরা যে খেলাফত আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাতে বাংলার মুসলমান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। মাওলানা আকরাম খা, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মুজিবুর রহমান খান, মুহম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল কাশেম ও এ.কে ফজলুল হকসহ অসংখ্য মুসলমান ভূমিকা পালন করেছেন (আহমেদ, ২০১২)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুরস্ক সফর করেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কেনান এভরান, তুরগুত ওজেল সুলেমান দেমিরেল, আবদুল্লাহ গুল ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রেজেপ তাইয়েপ এরদোগান বাংলাদেশ সফর করেন (Gürol, ২০১৭)। তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে নতুন একটি ড্রকটিন গ্রহন করা হয়েছে। এর নাম এশিয়া এ নিউ বা এশিয়ায় নতুন অধ্যায়। এর অংশ হিসেবে তুরস্ক এশিয়ার দেশগুলোর সাথে ব্যবসা বানিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক গভীর করার উদ্যোগ নিয়েছে। তুরস্কের এশিয়া এ নিউ ডকট্রিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে রয়েছে পাকিস্তান। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সাথে তুরস্কের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক এ এঞ্চলে বাংলাদেশকেও তুরস্কের কৌশলগত মিত্র হিসেবে কাছে নিয়ে আসতে পারে (Islam, ২০২০)। সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা সফর করে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলেত চাভুসঅলু ঘোষণা দিয়েছেন যে, তুরস্ক প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাছে কৌশলগত সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি করতে প্রস্তুত রয়েছে।

এই গভীর সম্পর্কের পেছনে রয়েছ দুই দেশের মধ্যকার আস্থা, বিশ্বাস ও ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বাংলাদেশ তুরস্কের বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্কের ভিত্তি যে ইতিহাসের অনেক গভীরে তা নিরূপণ করাই এই নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের এই গবেষণা প্রবন্ধ বাংলাদেশ তুরস্কের ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি মজবুত করতে সহায়তা করবে। দুই দেশের মধ্যকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের পাশাপাশি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করবে।

২. উসমানী খিলাফতের সাথে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক

ভৌগোলিক ভাবে সংযুক্ত না থাকলেও ভারতের মুসলমানদের সাথে উসমানী খিলাফতের গভীর সম্পর্ক ছিল। উসমানীদের দুর্দিন ভারতের মুসলমারা বার বার সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। Kişi, (২০২০) উসমানী খিলাফত এবং তুরস্কের (১৯১১-১৯২৩) জন্য ভারতীয় মুসলমানদের সহায়তার বিষয়ে কাজ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানরা তুরস্কের সব বড় দুর্দিনে পাশে ছিলো। তিনি মনে করেন, ওসমানী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তার শাসনামলে ভারতীয় মুসলমানদের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় মুসলমানরা তুর্কিদের বস্তুগত এবং নৈতিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই কারণে, ভারতীয় মুসলমানরা লিবিয়ার যুদ্ধ থেকে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ওসমানীদের পাশে ছিল।

এরমধ্যে বলকান যুদ্ধে সময় ভারত থেকে প্রেরিত আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বলকান যুদ্ধ ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি। এই যুদ্ধের ফলে ওসমানী সাম্রাজ তাদের ইউরোপীয় ভূমির প্রায় ৮৩% হারায় (Alp, ২০১৮)। বলকান যুদ্ধের সময় ভারতের মুসলমানদের থেকে প্রেরিত মেডিক্যাল টিম নিয়ে কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। Ozaydin (২০০৩) তার গবেষণা প্রবন্ধে বলেন, বলকান যুদ্ধের সময় পালিয়ে আসা তুর্কি শরণার্থী এবং সৈন্যদের মধ্যে কলেরা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। কলেরা মহামারী যুদ্ধ পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়। এই প্রেক্ষাপটে, ভারতীয় মুসলমানরা আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি মেডিক্যাল টিমও পাঠিয়েছিল। ডাঃ.মুখতার আহমেদ আনসারির নেতৃত্বে মেডিকেল টিমের সদস্যরা আহতদের চিকিৎসা সহায়তা করেছিল। অধিকন্তু, বলকান যুদ্ধের উদ্বাস্তুদের মধ্য আনাতোলিয়ায় পুনর্বাসনেও ভূমিকা রেখেছিল (Ozaydin, ২০০৩)।

একইভাবে, Alp (২০১৮) তার গবেষণা প্রবন্ধে ভারতীয় উপমহাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণ দিয়েছেন। তার গবেষণা অনুসারে, ভারতীয় মুসলমানরা শহীদ এবং গাজীদের পরিবারদের সহায়তা করার জন্য ১ লাখ ৬০ হাজার লিরা দান করেছে। ভারতীয় রেড ক্রিসেন্ট আহত সৈন্য এবং অভিবাসীদের চিকিৎসার জন্য অনেক ভ্রাম্যমান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। İzgöer (২০১৫) অটোমান ইম্পেরিয়াল আর্কাইভ এবং অটোমান রেড ক্রিসেন্টে বলকান যুদ্ধের নথির উপর তার গবেষণা করেন। তিনি ভারতীয় রেড ক্রিসেন্ট

এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ জনগণ উভয়ের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ রেকর্ড করেছিলেন। এই নিবন্ধে, লেখক যুক্তি দিয়েছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে পাঠানো অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন এটি অটোমান খিলাফতের সাথে সংহতির প্রতীক। ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্য ওসমানী সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভারতে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত Akçapar (২০১৫) পিপলস মিশন টু দ্যা অটোমান এমপায়ার: এম এ আনসারি এন্ড দ্যা ইনডিয়ান মেডিক্যাল মিশন, ১৯১২-১৩ নামে একটি বই লিখেছেন। তিনি দাবী করেন ভারতবর্ষ থেকে তুরস্কের ৩ টি মেডিক্যাল টিম পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনী ভূমিকার কারনে ড. মুখতার আহমেদ ছিলেন পরিচিত মুখ। তাই ড. মুখতার আহমেদ আনসারির নেতৃত্বে তৃতীয় মেডিকেল টিমটি তুর্কি এবং ভারতীয়দের মধ্যে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় মেডিক্যাল টিমে বাংলাদেশী সদস্যও ছিলেন। এই তথ্য ওঠে এসেছে ওয়াস্তির গবেষণা নিবন্ধে। Wasti (২০০৯) বলকান যুদ্ধে ভারত থেকে আসা মেডিকেল টিমের সদস্যদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। এই নিবন্ধে বাংলাদেশ থেকে বলকান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে। তবে সিরাজীর নাম পাওয়া গেলেও বলকান যুদ্ধে তার অংশগ্রহন ও ভূমিকার বিস্তারিত বিবরন সমন্বিত কোন গবেষণা পাওয়া যায় নি।

এদিকে Ullah (২০১৭)বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন। উসমানীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য খিলাফত আন্দোলনে কীভাবে বাংলার মুসলমানরা যোগ দিয়েছিল এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেছিলেন। তিনি তার গবেষনায় ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রমান করেছেন যে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত বিপুল পরিমান আর্থিক অনুদানের একটি বড় অংশ বাংলা থেকে পাঠানো হয়েছিল। এর মাধ্যমে জানা যায় তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের সক্রিয় সহায়তা ছিলো। এ বিষয়ে আরো বিশদ গবেষণা দাবী রাখে।

৩. তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজীর অবদান

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনমত গঠন, তহবিল সংগ্রহ, ব্যক্তিগত দান ও লেখনির মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন ইসমাইল হোসনে সিরাজী।

৩. ১. বলকান যুদ্ধে সিরাজীর অংশগ্রহন

১৯১২ সালে উসমানী খিলাফাতের ইউরোপিয়ান ভূখন্ড তথা বলকান উপদ্বীপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা সেবা দানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমানরা তিনটি মেডিক্যাল টিম প্রেরণ করেছিল। এরকম একটি টিমের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী তুরস্কে গমন করেন ও যুদ্ধকালীন দুর্যোগে তুর্কি মুসলমানদের পাশে দাড়ান।

বলকান যুদ্ধ ছিল তুরস্কের ইতিহাসে একটি বেদনাদায়ক স্মৃতি। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তুর্কিরা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় বলকানে বসবাসকারী বেশ কয়েকটি জাতি বিভিন্ন দিক থেকে ওসমানী বাহিনীকে আক্রমণ করে। ওসমানী বাহিনী অনেক বড় শহর থেকে পিছুহটে এবং বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

এই সংকটময় প্রেক্ষাপটে ভারতীয় মুসলমানরা ওসমানী খেলাফতের পক্ষে অবস্থান নেয়। তারা তিনটি মেডিকেল টিম পাঠিয়েছে। এর মধ্যে একটি টিম ছিল দিল্লিতে ভারতীয় রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "এল ভেফদেল তিব্বী মিন বিলাদ-এল হিন্দ"। এটি থার্ড ইন্ডিয়ান মেডিকেল টিম নামেও পরিচিত ছিল। ডাঃ মুখতার আহমেদ এনসারি বে ছিলেন দলের প্রধান এবং এটি ৯ জানুয়ারী, ১৯১৩ সালে ইস্তাম্বুলে পৌঁছেছিল। এই মেডিকেল টিমটি ছয় মাস যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইনে সৈন্যদের পাশে থেকে তাদের সহায়তা করেছিল। তিনটি মেডিকেল টিম খুবই সফল ছিল (Ozaydin, ২০০৩) ।

ভারতে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বুরাক Akçapar (২০১৫) ভারত থেকে প্রেরিত মেডিক্যাল টিম প্রেরণের ঘটনায় উপর একটি আকারের গবেষণা করেছেন। তিনি ওসমানী আর্কাইভ থেকে দুর্লভ ছবি সংগ্রহ করেছেন। তিনি ভারতীয় মেডিকেল মিশনের দলনেতা মুখতার আহমেদ আনসারির লেখাও সংগ্রহ করেছিলেন। ২০১৫ সালে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলেন, যা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পিপলস মিশন টু দ্যা অটোমান এমপায়ার : এম এ আনসারি এন্ড দ্য ইনডিয়ান মেডিক্যাল মিশন, ১৯১২-১৩ শিরোনামের বইতে চিকিৎসা মিশনের মানবিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বুরাক দাবি করেন যে ১৯১২ সালের ভারতীয় মেডিকেল মিশন তুর্কি এবং ভারতীয় মুসলমান উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ মোহাম্মদ আলী জওহর এবং মুখতার আহমেদ আনসারী ছিলেন সেই সময়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এবং তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওসমানীয় নথিভুক্ত আর্কাইভ অনুসারে, আরো দুটি মেডিক্যাল মিশন ভারত থেকে এসেছিল। কিন্তু সেগুলি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়নি (Akçapar, ২০১৫) ।

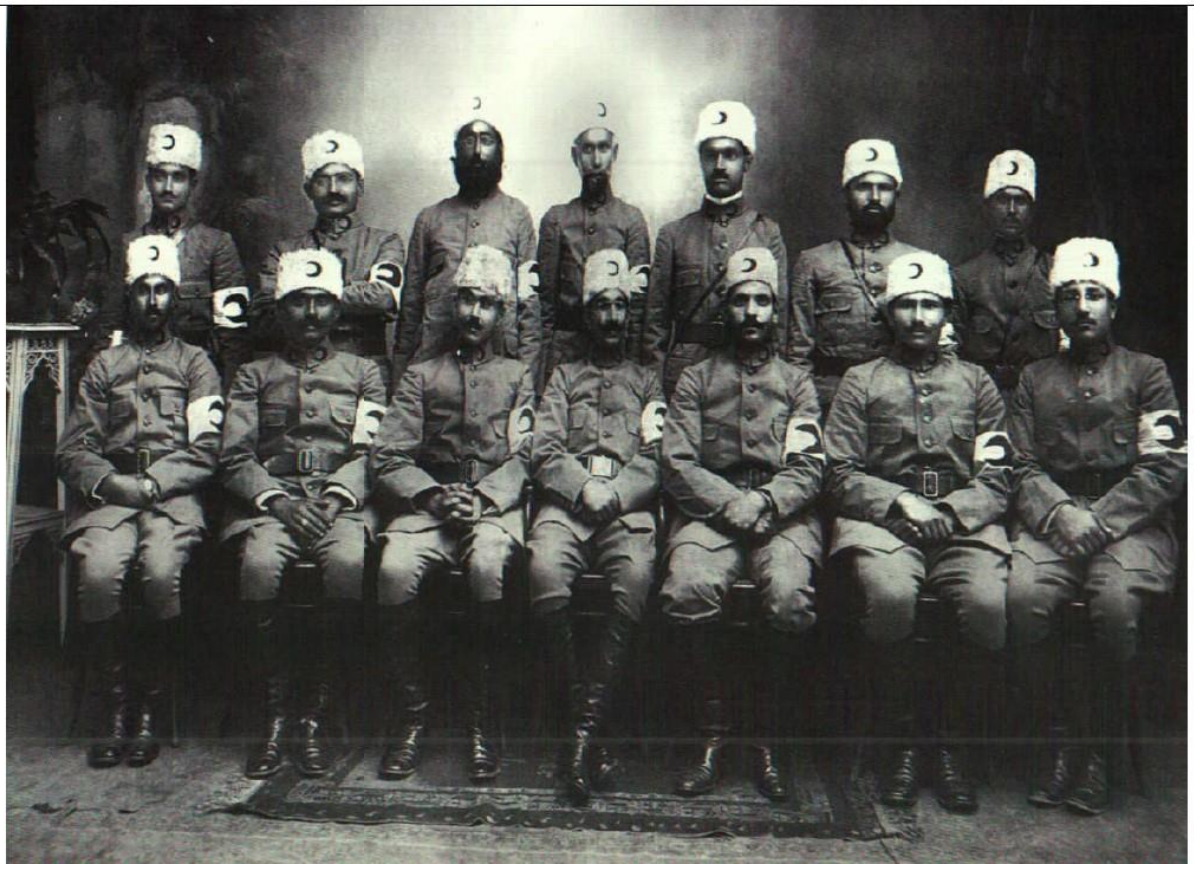

বলকান যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তৃতীয় ভারতীয় মেডিক্যাল টিমের সদস্যবৃন্দ (İzgöer, ২০১৫)

যদিও মেডিক্যাল টিমগুলি ভারতীয় মেডিকেল টিম নামে পরিচিত ছিল কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকেরাও এই দলগুলিতে যোগ দিয়েছিল। বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে বিখ্যাত কবি ও লেখক ইসমাইল হোসেন সিরাজী তুর্কি সৈন্যদের নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তার জন্য তৃতীয় ভারতীয় মেডিকেল টিমে যোগ দেন। Wasti (২০০৯) এই মিশনের সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপ উপস্থাপন করেছেন । এরা হলেন, পাঁচজন যোগ্য ডাক্তার: মুখতার আহমদ আনসারী, আলী আজহার ফয়েজী, মোহাম্মদ নাইম আনসারী, মাহমুদ উল্লাহ এবং শামসুল বারী। সাতজন প্যারামেডিক/ড্রেসার: গোলাম আহমদ খান, নূর উল হাসান , মোহাম্মদ চিরাঘউদ্দিন, সৈয়দ তাওয়াঙ্গার হোসেন, হামিদ রসুল, আবদুল ওয়াহিদ খান এবং হোসেন রাজা বেগ। দশজন পুরুষ নার্স এবং অ্যাম্বুলেন্স বহনকারী: আবদুর রহমান সিদ্দিকী, কাজী বশিরুদ্দিন আহমদ, শোয়েব কোরেশি, এম. আজিজ আনসারি, চৌধুরী খলিকুজ্জমান, আবদুর রহমান পেশোয়ারী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান। আলী, ইউসুফ আনসারি, ইসমাইল হোসেন শিরাজী এবং তফাজ্জুল হোসেন।

নিজের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে নেয়া নোটের উপর ভিত্তি করে তিনি তার বইতে বলকান যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তারা (থার্ড মেডিক্যাল টি) কাদিরগায় একটি হাসপাতালে থেকে যান এবং তারপর তারা ওমেরলিতে একটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধ শুরু হলে, তাদের একটি দল গ্যালিপোলিতে

গিয়েছিলেন আরেকটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য (Ozaydin, ২০০৩) । মেডিকেল টিমের সদস্য ছাড়াও সাংবাদিকের ভূমিকায় ছিলেন সিরাজী। তিনি বাংলার কৌতূহলী মুসলমান পাঠকদের জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে বলকান যুদ্ধের খবর পাঠান। 'সুপ্রভাত' এবং 'মোহাম্মাদী'.নামের দুটি সংবাদপত্রে তার পাঠানো খবরগুলো প্রকাশিত হয়েছিল (Islam, ২০২০) ।

৩. ২. তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে সিরাজীর অবদান

বলকান যুদ্ধের সময় ওসমানী খিলাফাতে সিরাজীর ভ্রমণ তার জীবন ও কাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে তুরস্কের সমর্থনে ভারতীয় মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলন শুরু করে। সিরাজীও সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়, ভারতীয় মুসলমানরা বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেসহ ভারতের বড় বড় শহরে তহবিল সংগ্রহের প্রচারণা পুনরায় শুরু করে। ভারতীয় মুসলমানরা "তুর্কি স্বাধীনতা যুদ্ধ" (১৯১৯-১৯২২) বিশেষ করে তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি খোলার পরে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে (Kişi,২০২০) । খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন মুখতার আহমেদ আনসারি, যিনি ১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কে ভারতীয় চিকিৎসা মিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সিরাজী যেহেতু মুখতার আহমেদের নেতৃত্বে তুরস্কে গিয়েছিলেন, সেহেতু তার নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলনেরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

৩. ৩. বাংলার খেলাফত কমিটিতে সিরাজীর ভূমিকা

দিল্লি ছাড়াও খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা শহর। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রাক্তন রাজধানী এবং বাংলা রাজ্যের বৃহত্তম শহর। এ কারণে বাঙালি মুসলিম নেতারা খেলাফত আন্দোলনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন। বাংলার বিখ্যাত সাংবাদিক মৌলানা আকরাম খা ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় খেলাফত আন্দোলনের প্রধান নির্বাচিত হন। অন্যান্য বাঙালি মুসলিম নেতাদের সাথে ইসমাইল হোসেন সিরাজীও এই কমিটির সাথে কাজ করেন। কমিটি তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য জনসমর্থন তৈরি করতে বাংলার শহরে সমাবেশ করে।

বাংলা পিডিয়ায় খেলাফত আন্দোলনকে বাংলায় জনপ্রিয় করতে যেসব নেতৃবৃন্দ অবদান রাখেন তাদের একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে। সেখানেও সিরাজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাপিডিয়ার খেলাফত আন্দোলন শীর্ষক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছ, গ্রাম বাংলায় খেলাফত মতাদর্শ প্রচার করেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। প্রাথমিক পর্যায়ে এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন বাঙালি নেতৃবৃন্দ মওলানা আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান

ইসলামাবাদী, মুজিবুর রহমান খান, মুহম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল কাশেম ও এ.কে ফজলুল হক (আহমেদ, ২০১২)।

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে আগত বৈদেশিক সহায়তার তথ্য প্রমাণ নিয়ে গবেষণা করেন মোস্তফা কেসকিন। তার বইয়ে তিনি দাবী করেন তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সাহায্য এসেছিল ভারতবর্ষের মুসলমানদের কাছ থেকে। তার বইয়ে প্রদান করা সাহায্যের তালিকায় কলকাতা থেকে আর্থিক সাহায্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় (কেসকিন, ১৯৯৯)।

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সহায়তা তহবিলে কলকাতা খিলাফত কমিটি প্রদত্ত রশিদ (Ullah, ২০১৭)

বঙ্গীয় খিলাফত প্রতিনিধি দল উসমানীয় খলিফা এবং তার সেনাবাহিনীর জন্য প্রতিটি বাড়ি থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। খেলাফত কমিটি প্রাপ্ত সমস্ত সাহায্যের প্রমাণ হিসাবে রশিদ প্রদান করতো (Ullah, ২০১৭)। রসিদের প্রথম লাইনে লেখা "এক টাকা" এবং শেষ লাইনে লেখা "বঙ্গীয় খেলাফত কমিটি"। রশিদের উল্টোদিকে কলকাতা খেলাফত কমিটির সিলমোহর পাওয়া গেছে। ২৬ ডিসেম্বর ১৯২১ থেকে ৯ আগস্ট ১৯২৩ পর্যন্ত, ভারতীয়

খিলাফত কমিটি কর্তৃক মুস্তফা কামাল পাশার প্রতি সরাসরি প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৮১,৫৭০ অটোমান লিরা (Kişi, ২০২০) ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের পর, তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার এবং কমান্ডার-ইন-চীফ মোস্তফা কামাল পাশা ভারতীয় খিলাফত কমিটির মাধ্যমে তাদের সহায়তার জন্য তুর্কি জাতির পক্ষ থেকে ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধন্যবাদ জানান। এবং সেই সময়ে যুদ্ধে বিধ্বস্ত তুরস্কের পুনর্গঠনে অবদান রাখার জন্য এই সাহায্যগুলি অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন (Kişi, ২০২০)।

৩.৪. তুরস্কের মুক্তিযুদ্ধে সিরাজীর ব্যক্তিগত দান

বাংলার মুসলমানদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের পাশাপাশি সিরাজী ব্যক্তিগতভাবেও মোটা অংকের অর্থ সহায়তা করেছিলেন বলে সে সময়কার পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ১৩২৯ (ইংরেজী ১৯২২)সনের ১লা কার্তিক তারিখের "মোসলেম জগৎ" পত্রিকায় " কামালের সাহায্যে বাংলা" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটিতে জানানো হয় যে, কলকাতা খেলাফত কমিটি গাজী মোস্তফা কামাল পাশাকে একটি বিমান উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খেলাফত কমিটি এই বিমান ক্রয়ের জন্য বাংলার মানুষের কাছে আর্থিক অনুদান আহ্বান করে। সংবাদটিতে আরো জানানো হয় যে, উপহারের বিমান ক্রয়ের জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৪০০ টাকা সহায়তা প্রেরণ করেছেন ("কামালের সাহায্যে বাংলা", ১৩২৯)।

১৯২২ সালে ৪০০ টাকার মূল্য আজকের সময়ে নেহায়েত কম নয়। অধিকন্তু সিরাজী কোন ব্যবসায়ী অথবা ধনী পরিবারের সদস্য ছিলেন না। লেখালেখি ও বক্তৃতা থেকে প্রাপ্য সম্মানীও তার আয়ের প্রধান উৎস ছিল। তারপরও তিনি তুরস্কের সহায়তায় যে বদান্যতা দেখিয়েছেন তা তুরস্কের প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসার প্রমান।

৪. তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে নজরুলের অবদান

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম তরুণ উদীয়মান কবি হিসেবে বাঙ্গালী পাঠকদের সাথে পরিচিতি লাভ করছিলেন। নিয়মিত নজরুলের কবিতা ও গল্প কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল।

যুদ্ধ শেষে কলকাতায় এসে নজরুল ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। তার সাথে থাকতেন এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্ফর আহমদ। এখান থেকেই তার সাহিত্য-সাংবাদিকতা জীবনের মূল কাজগুলো শুরু হয়। প্রথম দিকেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তার কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধন হারা এবং কবিতা বোধন, শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারের তরণী, কোরবানি, মোহর্রম, ফাতেহা-ই-

দোয়াজ্‌দম্, এই লেখাগুলো সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় ("সাংবাদিকতায় কাজী নজরুল", ২০২১, প্যারা. ৩)।

সে সময় নজরুল নবযুগ পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। ব্রিটেনের প্ররোচণায় গ্রীস তুরস্কে আক্রমন করলে তা ভারত বর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নজরুল তার নবযুগ পত্রিকার আন্তর্জাতিক বিভাগে নিয়মিত তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর পরিবেশন করতেন । ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অসহযোগ আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলনের পক্ষে এবং ব্রিটিশ বিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য ' নবযুগ পত্রিকা' জামানত বাতিল হয়ে যায় (আউয়াল, তা. না.) ।

পরবর্তীতে তুরস্কের স্বাধীনতাযুদ্ধের সহায়তার জন্য ভারতবর্ষের মুসলমানরা খিলাফাত আন্দোলন গড়ে তুললে, এর সমর্থনে রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকরাও লেখালেখি শুরু করেন। কবি নজরুল এই ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। নজরুল তুরস্কের সমর্থনে ভারতবর্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রেরনের জন্য তরুনদের আহ্ববান জানিয়ে রণভেরী কবিতা লিখেন, সাকারিয়া যুদ্ধের ময়দানে তুর্কিদের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করে কামাল পাশা কবিতা লিখেন। গ্রীক-ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তুরস্কের অসম সাহসী মুক্তিযুদ্ধ ও একের পর এক বিজয় নজরুলকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ভারত থেকেও ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে এই ধরনের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার প্রেরণা পান কবি নজরুল।

এই গবেষণা পত্রে কাজী নজরুলের তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, সংবাদের প্রেক্ষাপট ও আধেয় বিশ্লেষণ করে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানকে উপস্থাপন করা হবে।

৪. ১. অগ্নিবীণায় তুরস্ক প্রসঙ্গ

১৯২২ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা। 'বিদ্রোহী' কবিতাটির জন্য অগ্নিবীণা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। অগ্নিবীণায় মোট ১২ টি কবিতা স্থান পায় (ইসলাম, ২০১৭)। তুরস্কে স্বাধীনতা যুদ্ধের উত্তাপ অনুভব করা যায় অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থ থেকে। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তার নেতা কামাল পাশা কাজী নজরুলকে কতটা আলোড়িত করেছিল তা বুঝা যায় নজরুলের অগ্নীবিণা থেকেই। অগ্নিবীণার ১২ টি কবিতার মধ্যে ছয়টি কবিতাতেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তুরস্ক প্রসঙ্গ এসেছে। এর মধ্যে কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী ও শাত-ইল-আরব রচিত হয়েছে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে।

৪. ২. রণভেরী কবিতা

কাজী নজরুল ইসলামের তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অবিস্মরনীয় অবদান তার রণভেরী কবিতাটি। সবেমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। নজরুল যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে। এরই মধ্যে ব্রিটিশ সামাজ্যের প্ররোচণায়

গ্রীস তুরস্কের উপর আরেকটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। গ্রীসের সৈন্যরা ইজমির দখল করে। তুরস্কের ভেতর গ্রীসের এই আগ্রাসন ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তুরস্ক খিলাফাতের প্রতি অনুগত ভারতের মুসলমানরা তুরস্কের সাহায্যে কি করা যায় ভাবছিল। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় খিলাফাত কমিটি ভারতবর্ষ থেকে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সংবাদ পেয়ে বাংলার খিলাফাত কমিটির প্রভাবশালী সদস্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে একটি কবিতা লিখতে বলেন। নজরুলের কবিতার জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। সিরাজী ভাবলেন নজরুল যদি একটি কবিতা লিখে সেটা তরুনদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

নজরুল সিরাজীর প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। তাৎক্ষনিকভাবে রণভেরী কবিতাটি লিখেন। কবিতার শুরুতে রণভেরীর রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে নজরুল লিখেন, "গ্রীসের বিরুদ্ধে আঙ্গোরা-তুর্ক-গভর্ণমেন্ট যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, সেই যুদ্ধে কামাল পাশার সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে দশ হাজার স্বেচ্ছা-সৈনিক প্রেরণের প্রস্তাব শুনিয়া লিখিত" (ইসলাম, ২০১৭)।

ওরে আয়!
ঐ মহা-সিন্ধুর পার হতে ঘন রণ-ভেরী শোনা যায়
ওরে আয়!
ঐ ইস্‌লাম ডুবে যায়!
যত শয়তান
সারা ময়দান
জুড়ি খুন তার পিয়ে হুঙ্কার দিয়ে জয়-গান শোন্ গায়!
আজ শখ করে জুতি-টক্করে
তোড়ে শহীদের খুলি দুশ্‌মন পায় পায়ু
ওরে আয়!

৪. ৩. কামাল পাশা কবিতা

তুর্কি বীর মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুর্কি মুক্তিবাহিনী সাকারিয়া রণাঙ্গনে গ্রীক বাহিনীকে পরাজিত করলে কাজী নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত কামাল পাশা কবিতাটি লিখেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম, গাজী মোস্তফা কামালকে উৎসর্গ করে 'কামাল পাশা' কবিতা লিখেছেন (ডাভুজ, ২০০০)।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন কামাল পাশা কবিতা লিখেন তখন তিনি কমরেড মুজাফফর আহমদের সাথে একসাথে এক মেসে থাকতেন। আহমদ (১৯৭৩) কামাল পাশা কবিতার প্রসঙ্গে বলেন, " নজরুল যখন "কামাল

পাশা" কবিতাটি রচনা করেছিল তখনও কামাল পাশা পরিপূর্ণরূপে জয়লাভ করেননি। কবিতাটি কিন্তু তাঁর জয়লাভেরই কবিতা। কামাল পাশা গ্রীকদের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অভিযান আরম্ভ করেছিলেন ১৯২২ সালের ১৮ই আগস্ট তারিখে এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করেন" (পৃ. ৩১৬)।

তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানায়ক কামাল পাশা নজরুলকে কতটা প্রভাবিত করছিল সে প্রসঙ্গে করিম (২০২১) বলেন, " কামাল আতাতুর্ক ছিলেন নজরুলের নায়ক। কামাল তুরস্কের ভেতরে ও বাইরের শত্রুদের মোকাবেলায় যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা নজরুলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। 'কামাল পাশা' কবিতায় নজরুলের যে উল্লাস তা আর কোনো কবিতায় নেই" (প্যারা. ৩)। তিনি তার প্রবন্ধে কামাল পাশা কবিতার নিচের লাইনগুলো উদ্বৃত করেছেন ,

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোর্সে সামাল-সামাল তাই!
কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই !
সাব্বাস ভাই! সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে।
পাঠিয়ে দিলি দুশ্মনে সব যমঘর একদম-সে রে!
বল্ দেখি ভাই, বল হাঁরে, দুনিয়ায় কে ডর করে না তুর্কির তেজ তলোয়ার?'

কামাল পাশা কবিতার সামরিক ছন্দ প্রসঙ্গে করিম (২০২১) বলেন, "কবিতার ছন্দ উঠে এসেছে সৈনিকের কুচকাওয়াজ থেকে, যা একজন সৈনিক কবির পক্ষেই সম্ভব। তিনি ভেবেছিলেন, তুরস্কে যা সম্ভব, তা এখানেও সম্ভব" (প্যারা. ৪)।

৪.৪. কামাল প্রবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' নামে একটা অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। ধূমকেতুর একটি সংখ্যায় মধ্য অক্টোবর নাগাদ নজরুল ইসলাম 'কামাল' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধও লিখেন (খান, ২০১৪)। প্রবন্ধটিতে নজরুল ইসলাম, মোস্তফা কামালের প্রশংসা করে তাকে "মদ্দা পুরুষ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন "ইচ্ছা করছে, খুশির চোটে তার পায়ের কাছে পড়ে নিজের বুকে নিজেই খঞ্জর বসিয়ে দিই"(ইসলাম, ২০০৮, পৃ. ১৯)। কেন মরণের কাছে নিজেকে সপে দিতে আপত্তি নাই সেটার ব্যাখা দিতে গিয়ে নজরুল ইসলাম লিখেছেন "বিশ্বে যখন, 'যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল মাদিই দেখি' অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সময় মদ্দা পুরুষ কামাল এল তার বিশ্বত্রাস মহা তরবারি নিয়ে সামাল সামাল করে রোজ কিয়ামতের ঝঞ্ঝার মতো, রুদ্রের মহারোষের মতো" (ইসলাম, ২০০৮, পৃ. ১৯)।

৪. ৫. নজরুলের উপর তুর্কি বিপ্লবের প্রভাব

কাজী নজরুল ইসলাম তখন বয়সে টগবগে তরুন। তার কলম থেকে বিদ্রোহীর মতো আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। ১৯ শতকের প্রথমার্ধে পৃথিবীতে দুটি বড় বিপ্লবের ঘটনা তরুন নজরুলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল যা তার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কবিতায় ফুটে ওঠেছে। এর একটি ছিল ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব, আরেকটি ১৯২০ এর দশকে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ। কিন্তু নজরুল কি রুশ বিপ্লব দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়েছিল, দ নাকি কামাল পাশার তুর্কি বিপ্লব তাকে বেশী আশাবাদী করেছিল সেটি বিতর্কের বিষয়। খান (২০১৪) মনে করেন, কাজী নজরুল ইসলাম রুশ বিপ্লবের চেয়ে তুর্কি বিপ্লব দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। নজরুল গবেষক আবদুল কাদির (১৯৬৬, খান, ২০১৪এ উদ্ধৃত) নজরুল রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে নজরুলকে তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম যুগে "কামাল-পন্থী" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর কাজী নজরুলের উপর কামাল পাশার প্রভাবকে কায়সার (২০১৩) মূল্যায়ন করেছেন এভাবে

ৃতুরস্কে কামালের আবির্ভাব ভারতবর্ষকেও আন্দোলিত করে, যার প্রধান নকিব অথবা তূর্যবাদক হয়ে ওঠেন নজরুল। সে কারণে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণায় 'বিদ্রোহী'র সঙ্গে 'কামাল পাশা'ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠেৃঔপনিবেশিক স্বদেশে তার বিরুদ্ধে লড়ার অন্যতম প্রধান প্রেরণা তুর্কি পরিবর্তন ও তার নেতা। কবিতার দুটি অংশে তা খুবই সোচ্চার ও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক: 'পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত।/তাদের তরে বরাদ্দ ভাই, আঘাত শুধু আঘাত।/আজাদ মুলুক বন্দী করে, অধীন করে স্বাধীন দেশ,/কুল মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে কদিন বেশ/মোদের হাতে তুর্কি নাচন নাচলে তাধিন তাধিন শেষ!' (প্যারা. ২, ৩) ।

পরিশেষে বলা যায়, নজরুল ইসলাম যেমন তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তার শক্তিশালী লিখনী দ্বারা বাংলার পাঠকদের আন্দোলিত করেছেন। তেমনি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুর্কিদের মুক্তিযুদ্ধ নজরুলের ব্রিটিশ বিরোধী শক্ত অবস্থান তৈরীতে ভূমিকা পালন করেছে। তুরস্কের সংগ্রাম, তুরস্কের সংস্কার কাজী নজরুলের লেখায় বার বার ওঠে এসেছে। কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় তুরস্ক প্রসঙ্গ নিয়ে আরো গবেষণার দাবি রাখে।

৫. উপসংহার

তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের মানুষের যোগাযোগ ও সুসম্পর্কের ইতিহাস অনেক প্রাচীণ। ইসলাম প্রচারের জন্য তুরস্ক থেকে যেমন সুফি সাধকরা বাংলাদেশে আগমন করেছে, তেমনি তুরস্কের দুর্দিনে বাংলাদেশের মানুষ আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা নিয়ে পাশে দাড়িয়েছে।

এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশীদের ভূমিকা মূল্যায়ন করা। আমাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, বলকান যুদ্ধ থেকে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ সক্রিয়ভাবে তুরস্কের পাশে ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজী সশরীরে বলকান যুদ্ধে ভারতীয় মেডিক্যাল টিমের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহন করেন। যুদ্ধ পরিস্থিতির খবর বাংলা পত্রিকায় পাঠান। তুরস্কের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিরাজী তুরস্ক ভ্রমন ও তুর্কি নারী নামে দুটি বই লিখেন। পরবর্তীতে তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে খিলাফাত আন্দোলনে যোগদান করে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

সিরাজীর লেখা ও কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি নজরুল ইসলামও তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কলম ধরেন। নজরুল তুরস্কের সমর্থনে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে বাংলার তরুণদের উৎসাহ দিয়ে রণভেরী কবিতা লিখেন। তুরস্কের বিজয়ে কামাল পাশা কবিতা লিখেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তুরস্কের বিজয়কে গুরুত্বসহকারে তার সম্পাদিত নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের মুক্তিযুদ্ধ দ্বারা অনুপ্রাণিত নজরুল ভারতকে বৃটিশ কবলমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেন।

তুরস্কের স্বাধীনতাযুদ্ধের শতবর্ষ পরেও বাংলাদেশের মানুষের অবদান নিয়ে খুব কম গবেষণা হয়েছে। এই প্রবন্ধ গবেষণার নতুন একটি অধ্যায় শুরু করছে। পরবর্তীতে খিলাফাত আন্দোলনে বাংলাদেশী সাংবাদিক মাওলানা আকরাম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীসহ বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের অবদান নিয়ে আরো গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

এই গবেষণা প্রবন্ধ বাংলাদেশ তুরস্কের মধ্যকার ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো মজবুত করবে। এই গবেষণা প্রবন্ধ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, তুরস্ক ও ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মাঝে ভৌগোলিক দূরত্ব থাকলেও মানসিক দূরত্ব নেই। বরং এক ধরণের নৈকট্য আছে। এছাড়া, তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান এবং মুসলমান সমাজের প্রভাবশালী সদস্যরা অবদান রেখেছেন।

তথ্যসূত্র

আউয়াল, আ., হে., আ। (তা.না)। নজরুলের সাংবাদিকতা। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট

আহমদ, মু। (১৯৭৩)। কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা (পুনর্মুদ্রণ)। ঢাকা: মুক্তধারা

আহমেদ, স। (২০১২)। খিলাফত আন্দোলন। বাংলাপিডিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি

ইসলাম, কা. ন।(২০০৮)। নজরুল রচনাবলী: ৭ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম গং সম্পাদিত, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী

ইসলাম, কা. ন।(২০১৭)। অগ্নিবীণা (ত্রয়োদশ সংস্করণ)। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

কামালের সাহায্যে বাংলা। (১৩২৯, কার্তিক ১)। কামালের সাহায্যে বাংলা। মোসলেম জগৎ।

করিম, র। (২০২১, মে ২৬)। কামাল পাশা।

https://dainikazadi.net/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BE/

কায়সার, শা ।(২০১৩, আগস্ট ২৯)। নজরুল ইসলাম, বাঙ্গালি মুসলমান ও তুর্কি বিপ্লব।

https://www.prothomalo.com/onnoalo/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4

খান, স । (২০১৪, আগস্ট ২৭)। নজরুল ইসলাম, বাঙ্গালি মুসলমান ও তুর্কি বিপ্লব।

https://arts.bdnews24.com/archives/6065

সাংবাদিকতায় কাজী নজরুল। (২০২১, আগস্ট ২৭)। https://www.daily-bangladesh.com/colorful-life/268531

Akçapar, B. (2015). *People's mission to the Ottoman empire: MA Ansari and the Indian medical mission, 1912-13*. Oxford University Press.

Alp, I. (2018). BALKAN SAVAŞLARI'NDA TÜRK ve İSLÂM DÜNYASINDAN GELEN YARDIMLAR. *Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi-Trakya Üniversitesi*, *7*(2), 273–309.

Davaz, K. Ö. (2000). *Atatürk, Bangladeş, Kazi Nazrul İslam*. Atatürk Araştırma Merkezi.

Gürol, B. (2017). The Waves of Turkey's Proactive Foreign Policy Hitting South-Asian Coasts: Turkey-Bangladesh Relations. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, *15*(30), 573–584.

Islam, N. (2020). Turkey, Asia Anew and South Asia: A Comparative Assessment on Bilateral Relations and Soft Power Policy with Bangladesh, India, and Pakistan. *TURAN-SAM*, *12*(47), 379–398.

İzgöer, A. (2015). 1911-1913 (1329-1331) Tarihli Osmanlı Hilâl-i Ahmer Sâlnâmesine Göre Balkan Savaşları Sırasında Hint Müslüman Halkının Osmanlı'ya Yardımları. *Tarih ve Gelecek Dergisi*, *1*(1), 99–171.

Kişi, Ş. S. (2020). Hint Müslümanlarının Osmanlı Devleti ve Türkiye'ye Yardımları (1911-1923). *Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi*, *16*(32), 747–777.

Ozaydin, Z. (2003). The Indian Muslims Red Crescent Society s Aid to the Ottoman State During the Balkan War in 1912. *Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine*, *2*(4), 12–18.

Ullah, R. (2017). Bangladeş ve Türkiye: İkili İlişkilerin bir Analizi. *Sosyal ve Beşeri Bilimler*

Dergisi, *9*(1), 30–44.

Wasti, S. T. (2009). The Indian Red Crescent Mission to the Balkan Wars. *Middle Eastern Studies*, *45*(3), 393–406.